পিছলামি সিলেবাস।

http://freemuslims.org/news/article.php?article=153

ঘৃনা। এ বিষ নিয়ে আমরা কেউই জন্মাই না। মধুমাখা ধর্মবাণীর মোড়কে অতি সংগোপনে এ বিষ আমাদের রক্তে ঢেলে দেয়া হয় শৈশবের একান্ত অজান্তে, আজন্ম বন্দীত্বে।

পড়বার আগে বুক বেঁধে নিন, পাঠক! দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ুন, নাহলে চোখে সর্ষেফুল দেখে ধপাস করে পড়ে যেতে পারেন। আমরা কি এক মারাত্মক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুকঠিন সাংস্কৃতিক লড়াই করছি, কল্পনা করাও কঠিন।

সত্য কখনো কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু সত্য কল্পনার চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে এ অভিজ্ঞতা বিরল। কল্পনা করতে পারেন, আপনার ছোটবেলার মায়াময় স্মৃতিময় স্কুলটায় অমুসলিমের প্রতি ঘৃনা, হিংসা আর বিদ্বেষ শেখানো হচ্ছে? পারেন না, ওটা আপনার কল্পনারও বাইরে। কারণ আমাদের বিদ্যাপীঠ শুধু বিজ্ঞান বা ইতিহাস-ভুগোল শেখানোরই নয়, ওগুলো আমাদের চরিত্র-গঠনেরও মর্মর তীর্থকেন্দ্র। কিন্তু যারা ধর্মের নামে নিজেদেরই মা-বোনদের পায়ের নীচে পিষে ফেলতে দ্বিধা করে না তারা যে আল্লা-রসুলের নামে নিজেদের বিদ্যাপীঠকে কলংকিত করে নিজেদেরই বাচ্চাদের রক্তে বিষ ঢোকানোর মত এ হেন অপকর্ম করবে তাতে আশ্চর্য্য কিছু নেই। প্রমাণ দিচ্ছি, বিশ্ব-জামাতির একেবারে সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই। এবং এ থেকেই প্রমাণ হবে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত গজানো নিয়ন্ত্রনবিহীন হাজার হাজার তথাকথিত ইসলামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি বিষ শেখানো হয়, জামাতির এত হিংস্রতা কোত্থেকে আসে।

বহু শতাব্দী থেকেই মিসরের আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর তাবৎ সুন্নি মুসলমানের সর্বোচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্র। যে সন্তানেরা জাতির গর্ব হতে পারত, সেই নাওয়াল সাদাবি, নসর জায়েদ ইত্যাদি, এমনকি নোবেল পাওয়া নাগিব মাহফুজকে পর্য্যন্ত আল্ আজহারের গোআজম-মত্যানিজামীরা যেভাবে হেনস্থা করেছে হত্যার হুমকি দিয়েছে তার একটা শেকড় আছে বিশ্ব-জামাতির সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রেই। মুখে যতই সুমিষ্ট মধু ঝরাক, নিজেদের পন্ডিতদের প্রতি যাদের এত হিংস্রতা, তারা অমুসলিমদের কি চোখে দেখবে?

প্রগ্রেসিভ মুসলিম সংগঠনের নিবন্ধের নাম "Egyptian Intellectual: Al-Azhar University Curricula, Encourages Extremism and Terrorism", September 29, 2004 তারিখে প্রকাশিত। এ থেকে সিলেবাসের অন্তর্গত আবদুল্লা ইবন্ মাহমুদ আল্ মা'সিলি-র লেখা কেতাব "আল-ইখতিয়ার ফি' তা'লিল আল্ মুখতার"-এর ভাবানুবাদঃ- "সকল বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, মুক্ত এবং সক্ষম মুসলমানের জন্য অমুসলিমের সহিত যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক। এবং যখন মুসলমান তাহাদের শত্রুদিগকে শহর বা দুর্গে

ঘিরিয়া ফেলিবে, তখন তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহন করিতে আহ্বান জানাইবে। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে মুসলমানেরা অবশ্যই যুদ্ধ বন্ধ করিবে, এবং যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে জিজিয়া কর দিবার আহ্বান জানাইবে। যদি তাহারা জিজিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, তাহাদের শষ্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি ধ্বংস ও পোড়াইয়া দিতে, তাহাদিগকে প্রস্তর-গোলাবর্ষণে পর্য্যুদস্ত করিতে আল্লাহ’র সাহায্য প্রার্থনা করিবে, যদি তাহারা (বন্দী) মুসলমানকে বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে তবুও”।

এ নির্দেশ শুধুমাত্র মুসলমানের আক্রান্ত হলেই, এ কথা বলা দরকার ছিল, কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় নি। আক্রান্ত হলেও যুদ্ধ করে কোন জাতিকে ধর্মান্তরিত করার হুমকি দেয়াটা চুড়ান্ত পিছলামি। এটা মেনে নিলে এখন বুশ-ব্লেয়ার যদি আফগানী বা ইরাকীদেরকে খ্রীষ্টান হবার শর্ত দেয় তবে তা সমর্থন করতে হয়। ওই পাঠ্যক্রম থেকেই আরো উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

“যখন কোন ইমাম অন্য কোন দেশকে শক্তিবলে দখল করেন, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে বন্দীদিগকে হত্যা করিতে, বন্দী রাখিতে অথবা মুসলিমদিগের অধীনে রাখিতে পারেন। তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে যদি সংগে নেওয়া সম্ভব না হয় তবে তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে জবাই করিয়া আগুনে পোড়াইয়া দিতে পারেন”।

এই নিবন্ধ প্রশ্ন করছে , - “আমাদের প্রজন্মকে আমরা এ কেমন শিক্ষা দিচ্ছি যে, অন্যদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করতে অথবা জিজিয়া পেতে তাদের দেশ আক্রমন করা যায় আর যদি তারা এটা মেনে না নেয় তবে তাদেরকে খুন করা যায়? আক্রমন করে খুন করার শক্তি আছে বলেই অন্য ধর্মের লোকেরা কোন শক্তিমানকে নীচু হয়ে জিজিয়া কর দেবে, এ কি কল্পনাও করা যায়”?

হ্যাঁ, করা যায় যদি মগজের মধ্যে জামাত বসে থাকে। এবারে আরো উদ্ধৃতি, মনসুর বুহুতি-র লেখা সিলেবাসের “আল্ রাওয়াধ আল্ মুরাব্বা শারহ্ যা’দ আল্ মুস্তাকনা” বই থেকে। বাংলাদেশের আমুসলিমদের প্রতি তার ঘনঘোর প্রেমপত্রে গোলাম আজম যতই ন্যাকামী করুক না কেন (দেখুন “জামাতের প্রেম” - JamatePislami.com), ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কি হালে রাখতে হবে সে হাঁড়িটা গোআজমের মিসরি বড়ভাই হাটের মধ্যে ভেঙ্গে দিয়েছে। স্বপ্ন নয়, শেয়ালের মত ধূর্ত, নেকড়ের মত হিংস্র আর সাপের মত বিষাক্ত বাস্তব, - তাও আবার আল্লা-রসুলের পবিত্র নামে।

“তাহাদের (অমুসলমানদের) কপালের চুল কাটিয়া রাখিতে হইবে, তাহারা গাধার (কিংবা খচ্চরের, যাতায়াতের কারণে ওগুলোর পিঠে বসবার জন্য) আসন বিহীন পিঠে চড়িতে পারিবে কিন্তু ঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহাদের সম্মানে কেহ উঠিয়া দাঁড়াইবে না বা প্রথমে সম্ভাষণ করিবে না। কেহ তাহাদিগকে (কেউ মারা গেলে) সমবেদনা জানাইবে না, রোগাক্রান্ত হইলে দেখা করিতে যাইবে না এবং তাহাদের উৎসবে যোগ দিবে না। তাহারা নুতন উপাসনালয় নির্মাণ করিতে পারিবে না ও পুরাতন উপাসনালয় মেরামত করিতে পারিবে না। তাহারা মুসলমানের দালান-কোঠা হইতে উচ্চ কোন দালান-কোঠা নির্মান করিতে পারিবে না। কেহ মারা গেলে তাহারা অবশ্যই উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে পারিবে না। কোন জিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) জিজিয়া না দিলে তাহাকে মৃত্যুদন্ড দিয়া তাহার সম্পত্তি অধিকার করা যাইবে। কোন জিম্মি কোন মুসলিমকে হত্যা করিলে সেই জিম্মির মৃত্যুদন্ড হইবে কিন্তু কোন মুসলিম কোন জিম্মিকে হত্যা করিলে তাহার প্রাণদন্ড হইবে না, শুধু রক্তমূল্য দিতে হইবে। জিম্মির রক্তমূল্য মুসলিমের রক্তমূল্যের অর্ধেক। ইসলাম গ্রহন করিতে চাহিলেও (গ্রহনের আগে)

কোন অমুসলিমকে কোরাণ স্পর্শ করিতে দেওয়া হইবে না। চোরের হাত-কাটা নির্ভর করিবে চুরির মালের মূল্যায়নের উপরে, বাদ্যযন্ত্র চুরি করা যাইবে (গান-বাজনা অনৈসলামিক, তাই হয়ত এ ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটা হবে না)"।

ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পরে নিবন্ধকার আশা করছেন যে আল্ আজহার এই সিলেবাস পরীক্ষা করবে। অর্থাৎ বদলাবে। হায়রে দুরাশা! নিবন্ধকার কি জানেন, এসব আইন হাজার বছরের পুরোন? নিবন্ধকার কি পড়ে দেখেছেন বিখ্যাত ওমর'স প্যাক্ট (Pact of Omar)? পড়লে দেখতেন, ইসলামের নামে এসব জঘন্য পিছলামি আর কিছুই নয়, ওমর'স প্যাক্ট-এরই ফটোকপি।

ওমর'স প্যাক্ট হল হযরত ওমরের বানানো চুক্তি। তাঁর সৈন্যেরা অমুসলিম দেশ জয় করলে সেখানকার অমুসলিমদের ওপরে এই চুক্তি প্রয়োগ করা হত। আফগানিস্তানের কানা মোল্লা ওমর এই চুক্তি মোতাবেকই হিন্দুদের ওপরে আইন জারী করেছিল কপালে হলুদ কাপড় বাঁধার যাতে তাদের চেনা যায়, খামাখাই আমরা তার দোষ দিই ইসলাম বোঝে না বলে।

বেচারা!

চুক্তিটা এর পরে হুবহু তুলে দেবার ইচ্ছে রেখে শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

৭ নভেম্বর ৩৪ মুক্তিসন (২০০৪ সাল)